দৈনিক ইনকিলাব

২৮/৭/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস চাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস একটি অস্ত্রাগার ও সন্ত্রাসের দুর্গে পরিণত হয়েছে
বিদায়ী আওয়ামী সরকারের দলীয়করণ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যাল
কর্তৃপক্ষ যে পক্ষপাত নীতির অনুসরণ করেছেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পা
হলগুলোতে বহু অছাত্র-বহিরাগত সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ লালিত-পালিত হয়ে আসছে এব
সেখানে তারা অস্ত্র, বোমা ও নানা প্রকারের মারাত্মক হাতিয়ার জমা করেছে। হ
দখলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার তৎপরতা চালিয়েছে। এজ
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেকাংশেই দায়ী বলে অনেকেরই অভিমত। নাজু
ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দীর্ঘদিন থেকে বিরাজমান। বর্তমা
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তার অবসান সকলেরই প্রত্যাশা, কাম্য। ত
আশার কথা যে, বিলম্বে হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বোধোদয় ঘটে
বলে মনে হয়। প্রকাশ, গত রবিবার প্রশাসনিক ভবনে ভিসি এ কে আজাদ চৌধুরী
সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক সমিতি, ডীন, প্রভোস্ট
প্রক্টর, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা
ক্যাম্পাসের অস্থির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রতি হলের প্রতিটি কক্ষে তল্লা
চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আইন-শৃংখলা প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় হ
কর্ডন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ তল্লাশি চালাবেন। সভায় গৃহীত বিভি
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি হচ্ছে, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যগ
ক্যাম্পাসে সন্দেহভাজন যে কোনো ব্যক্তিকে তার পরিচয় জানার জন্য জিজ্ঞাসাবা
করবেন। তাছাড়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনো হলে যে কোনো মুহূর্তে
প্রবেশ করতে পারবেন। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কোনো
পূর্বানুমতির প্রয়োজন পড়বে না।

পুলিশের তল্লাশি অভিযান ক্যাম্পাসে একটি বিশেষ কারণেও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ত
হচ্ছে মোবাইল ফোন। বর্তমান আধুনিক যুগে মোবাইল ফোনের গুরুত্ব ও প্রয়োজ
অনস্বীকার্য হলেও এর অপব্যবহার ও ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে কোথাও কো
উচ্চবাচ্য নেই। হয়তোবা নিয়ন্ত্রণও সম্ভব নয়। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
ক্যাম্পাসকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে গিয়ে পুলিশও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে
পারছে না, পুলিশী অভিযানের খবর আগেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অস্ত্র ও
সন্ত্রাসীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এতদসংক্রান্ত পত্রিকান্তরে প্রকাশিত
একটি খবর এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই খবর অনুযায়ী
মোবাইল ফোনের বদৌলতে সন্ত্রাসীরা অতি সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে। বিশেষ
করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সন্ত্রাসীদের সতর্ক করে দেয়ার প্রধান বাহন হয়ে
উঠেছে মোবাইল ফোন। মূলত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুলিশের গতিবিধি বিভি
গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সহজেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। গত ১৭ জুলাই রাতে ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে তল্লাশি কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়
মোবাইল নেটওয়ার্কের কারণে। রাতে ক্যাম্পাসের সর্বত্রই জানাজানি হয়ে
গিয়েছিল যে, পুলিশ বিভিন্ন হল তল্লাশি করবে। এই কারণে ঐ রাতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ অনেকটা সন্ত্রাসমুক্ত ছিল বলে খবরে উল্লেখ করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অতিমাত্রায় মোবাইল কালচারে অভ্যস্ত হয়ে
পড়ায় ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করার কোন তল্লাশি অভিযানই আর গোপন
থাকছে না। প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
সন্ত্রাসীদের হাতে একাধিক মোবাইল ফোন রয়েছে। অনেকে সন্ত্রাসীর নিজস্ব
সোর্সও রয়েছে। সন্ত্রাসীরা কোন হলে যাওয়ার আগে সোর্সের হাতে মোবাইল
দিয়ে সোর্সকে আগাম খবর পাঠিয়ে দেয়। সোর্স ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ অথবা
প্রতিপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে খবর পাঠায়। এরপর নেতা নির্দিষ্ট
এলাকায় আসেন। এই বিবরণ হতে জানা যায় যে, ক্যাম্পাসে মোবাইল ফোনের
বদৌলতে পুলিশের গতিবিধি ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এবং সন্ত্রাসীরাও নিরাপদে অবস্থান
করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে করণীয় কি কিছুই নেই?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করা না হলে সেখানে বর্তমানে যে
ত্রাস ও ভয়ংকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর নিরাপত্তা
মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ৩০টি বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স
পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে। তাদের পরীক্ষা নিয়ে শংকা দেখা দিয়েছে।
দেশের প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের বিরোধকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাসে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনেরও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো বর্তমানে ছাত্রলীগের একক দখলে বলে
জানা যায়। ১৯৯৬ সালের পর হতে এবং সর্বশেষ ১৯৯৮ সালের ২৩ মার্চ ক্যাম্পাস
এলাকায় ছাত্রলীগ হলগুলো ছাত্রদলের কাছ থেকে নিজেদের দখলে নেয়। ক্যাম্পাসে
বর্তমানে যে অচলাবস্থা বিরাজ করছে সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজি তাকে অধিক মারাত্মক করে
তুলছে। হলগুলোতে সন্ত্রাসীরা নিরাপদে অবস্থান করে প্রতিপক্ষকে সশস্ত্র আক্রমণের
মাধ্যমে ঘায়েল করার রীতিমত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। হল দখলদারিত্ব কায়েম
রাখার জন্য অস্ত্র-বোমার অবাধে ব্যবহার এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃপক্ষের চরম ব্যর্থতার কারণে বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দলীয়
প্রাধান্য বিস্তারকে পক্ষপাতিত্বহীনভাবে ঠেকানোর পরিবর্তে উস্কে দেয়া হচ্ছে।
সন্ত্রাসীরা বিশেষ মহলের আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে আরও মারমুখী হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য,
আওয়ামী সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে
তল্লাশি অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছিল, তা নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়নি।
অভিযোগ রয়েছে যে, পুলিশ তল্লাশি অভিযানের নামে হলে হলে গিয়ে সন্ত্রাসীদের
পাহারা দিয়েছে। তবে আশা করা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই ব্যর্থ তল্লাশির
কারণগুলো স্মরণে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার
লক্ষ্যে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করবেন এবং ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলার অনুকূল
পরিবেশ ফিরিয়ে আনার যে কোন প্রভাব-প্রতিবন্ধকতাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ
করবেন। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্ত্র ও
সন্ত্রাসমুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানাচ্ছি।